গাংনীতে ১৩টি আমগাছের চারা কেটে ফেলার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে জমিতে লাগানো ১৩টি আমগাছের চারা কেটে ১০ হাজার টাকার ক্ষতিসাধনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী আব্দুল হালিম।

অভিযোগকারী মোহাঃ আব্দুল হালিম (৪৮) গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়ার বাসিন্দা। অভিযুক্তরা হলেন মোছা. পারভীনা আক্তার (৪০), তার স্বামী আক্তার আলী (৪৫) এবং সাহারবাটি গ্রামের বাঙ্গালপাড়ার কাশেম আলী (৫০)।

লিখিত অভিযোগে আব্দুল হালিম উল্লেখ করেন, অভিযুক্তদের জমির পাশে তার একটি আমবাগান রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্ত কাশেম আলী পারভীনা আক্তারের জমি চাষাবাদ করেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তরা বিভিন্ন সময় তার জমিতে থাকা আমগাছের চারা কাটার চেষ্টা করেন। এ নিয়ে নিষেধ করলে তাকে গাছের চারা কেটে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, গত ১৪ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আমবাগান দেখে তিনি মেহেরপুরে চলে যান। পরে ১৭ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টার দিকে বাগানে গিয়ে দেখতে পান, কে বা কারা তার জমিতে থাকা ১৩টি আমগাছের চারা কেটে ফেলেছে। এতে তার প্রায় ১০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের কাছে জানতে চাইলে তারা তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি ও হুমকি দেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। জমির সীমানা পাশাপাশি হওয়া এবং এর আগে গাছের চারা কাটার হুমকি দেওয়ার কারণে অভিযুক্তরা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন বলে সন্দেহ করছেন আব্দুল হালিম।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁদের মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৮ বছর ধরে নষ্ট জেনারেটর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রায় আট বছর ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে জেনারেটর। হাসপাতালের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নিচে একটি তালাবদ্ধ কক্ষে পড়ে রয়েছে এটি। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় দরজার তালায়ও ধরেছে মরিচা। অথচ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জেনারেটরটি চালু থাকার কথা। ফলে লোডশেডিং হলে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের। কখনো কখনো চিকিৎসকদের মোবাইল ফোনের আলো জ্বালিয়ে রোগী দেখতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, জেনারেটরটি সাত থেকে আট বছর ধরে নষ্ট রয়েছে। বর্তমানে জরুরি বিভাগে বিকল্প হিসেবে একটি আইপিএস ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে রোগীদের ভোগান্তি বেড়ে যায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে জেনারেটর মেরামত না হওয়া কর্তৃপক্ষের উদাসীনতারই পরিচয়। মেহেরপুরের গাংনী একটি বৃহৎ উপজেলা। এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ চিকিৎসা নিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন। অনেকে হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেন। এ অবস্থায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে, বিশেষ করে গরমের সময়, রোগীদের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। দ্রুত জেনারেটরটি সচল করার পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

হাসপাতালে ভর্তি রোগী ফাতেমা খাতুন বলেন, “গতকাল শুক্রবার রাতে কিছুটা বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি থাকলে বিদ্যুৎ না থাকায় রোগীদের অস্বস্তি চরমে ওঠে। আমি কয়েক দিন ধরে

হাসপাতালে ভর্তি রয়েছি। বর্তমানে হাসপাতালে রোগীর চাপও রয়েছে। হাসপাতালে যাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে, সে বিষয়টি দেখার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি।”

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা হাসানুজ্জামান বলেন, “হাসপাতালে লোডশেডিং হলে রোগীদের কষ্ট আরও বেড়ে যায়। শুনেছি, হাসপাতালে জেনারেটর আছে, কিন্তু সেটি সাত থেকে আট বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগের অভাবেই হয়তো এমন অবস্থা হয়েছে। জেনারেটরটি দীর্ঘদিন তালাবদ্ধ থাকায় সেটি আরও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, মানুষ যেন একটু স্বস্তিতে চিকিৎসাসেবা নিতে পারে, সে জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দিকে নজর দিন।”

মোছা. সামিয়া সুলতানা বলেন, “কিছুদিন আগে আমার বোনের মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম। লোডশেডিংয়ের কারণে রাতে থাকতে অনেক কষ্ট হয়েছিল। বিদ্যুৎ না থাকায় রোগী ও স্বজনদের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। আমরা জানি, হাসপাতালে জেনারেটর রয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকলে অন্তত সেটি চালু থাকার কথা। কিন্তু সারা রাতেও জেনারেটর চালাতে দেখিনি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উচিত, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির দিকে সুনজর দেওয়া।”

রোগীর স্বজন রাজু আহমেদ বলেন, “দিনে বা রাতে যখনই বিদ্যুৎ চলে যায়, তখনই রোগীদের অস্বস্তিতে পড়তে হয়। হাসপাতালে বিকল্প হিসেবে অন্তত জেনারেটর অথবা আইপিএসের ব্যবস্থা থাকা দরকার। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভালো চিকিৎসা পাওয়া গেলেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ না থাকায় রোগীদের কষ্ট কম নয়। আশা করছি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করবেন।”

এদিকে গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের এজিএম (ওঅ্যান্ডএম) ফয়সাল হোসেন জানান, তাঁদের বিদ্যুতের চাহিদা ১০ থেকে ১১ মেগাওয়াট। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার কারণে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিসংখ্যানবিদ মো. মনিরুল ইসলাম জানান, গতকাল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মোট ১০৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান

বলেন, “রোগীদের সঠিকভাবে চিকিৎসাসেবা দিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন। যে সময়টুকু বিদ্যুৎ থাকে না, সে সময় রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে জেনারেটর অথবা আইপিএস থাকা দরকার। বর্তমানে এখানে একটি আইপিএস রয়েছে, যা দিয়ে জরুরি বিভাগে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের জন্য জেনারেটর অথবা অতিরিক্ত আইপিএস প্রয়োজন। বিদ্যুৎ না থাকলে অনেক সময় মোবাইল ফোনের টর্চের আলো জ্বালিয়েও রোগী দেখতে হয়।”

তিনি আরও বলেন, “হাসপাতালের অফিস সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, জেনারেটরটি সাত থেকে আট বছর ধরে নষ্ট রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁরা দ্রুত এটি মেরামতের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।”

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা বলেন, “গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। উপজেলার অধিকাংশ রোগী এ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। লোডশেডিং হলে ভর্তি রোগীদের অনেক কষ্ট হয়। তাই হাসপাতালে কীভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব।”

গাংনীতে বালতির পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বাড়ির উঠানে রাখা পানিভর্তি বালতিতে পড়ে পলাশ আহমেদ (১১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (১৯ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার ভোলাডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত পলাশ আহমেদ ওই গ্রামের মো. হারুন বলী ও পপি বেগমের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় পলাশ বাড়ির উঠানে খেলছিল।

তার মা পপি বেগম গরুর গা ধোয়ানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত পলাশ পাশেই রাখা পানিভর্তি বালতিতে পড়ে যায়। পরে তার মা তাকে বালতি থেকে তুলে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. রাসেল রানা জানান, পানিতে ডুবে যাওয়া শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায়, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ষোলটাকা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. আরিফুল ইসলাম সুজা জানান, বাড়ির উঠানে খেলার সময় অসাবধানতাবশত বালতির পানিতে পড়ে যায় পলাশ। পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, শিশুটির মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

গাংনী সীমান্তে ৬ লাখ টাকার ভারতীয় মালামাল উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৬ লাখ ১৩ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মালামাল উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর ৪৭ ব্যাটালিয়ন।

রোববার (১৮ অক্টোবর) ভোরে কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার বর্ডারপাড়া মাঠে অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল উদ্ধার করা হয়।

৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি এক

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় ৫ বোতল মদ, ৮৮০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট এবং ১ হাজার ১৪০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মালামালের আনুমানিক সিজার মূল্য ৬ লাখ ১৩ হাজার ৫০০ টাকা।

উদ্ধার করা মালামাল গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনীর কসবায় এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া দুই শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবায় এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া দুই কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দিয়েছে কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থা।

শনিবার বিকেলে কসবা বাজারে সংগঠনটির নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও ফুলের স্টিক তুলে দেওয়া হয়।

সংবর্ধনা পাওয়া দুই শিক্ষার্থী হলেন ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করা সায়েম শেখ ও সাদিয়া আফরিন ইমু। সায়েম শেখ ঢাকার বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজে এবং সাদিয়া আফরিন ইমু গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভর্তি হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি রাসেল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল। এ সময় সংগঠনের উপদেষ্টা ডা. শহিদুল্লাহ, কলেজশিক্ষক বাকাবিল্লাহ এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাগর ইসলাম বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্যে সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে এমন আয়োজন করায় সংগঠনটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো করার উৎসাহ বাড়াবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, “আমরা প্রত্যাশা করি, তোমরা ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির জন্য দক্ষ, সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলবে। মানবিক ও যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পথে তোমাদের এই অর্জন হোক আরও বড় স্বপ্ন পূরণের একটি ধাপ।”

তিনি আরও বলেন, “তোমরা এইচএসসিসহ পরবর্তী সব পরীক্ষায় ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। সত্যিকারের মানুষ হিসেবে নিজেদের তৈরি করে সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করবে।”

গাংনীতে মাধ্যমিকে কমেছে ২,৬৭০ শিক্ষার্থী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও কমেছে মাধ্যমিক পর্যায়ে। গত বছরের তুলনায় চলতি বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী বেড়েছে ৬৫২ জন। অন্যদিকে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী কমেছে ২ হাজার ৬৭০ জন। শিক্ষার্থীদের আবারও বিদ্যালয়মুখী করতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। অপরদিকে, শিক্ষকদের আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ ও পাঠদান পদ্ধতির উন্নতির পাশাপাশি স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০২৫ সালে গাংনী উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষার্থী ছিল ২৮ হাজার ৮২০ জন। ২০২৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ১৫০ জনে। অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে শিক্ষার্থী কমেছে ২ হাজার ৬৭০ জন। উপজেলায় মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা রয়েছে ৭৪টি।

অন্যদিকে, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০২৫ সালে উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ছিল ১৯ হাজার ৭২৫ জন। ২০২৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ হাজার ৩৭৭ জনে। অর্থাৎ, এক বছরে শিক্ষার্থী বেড়েছে ৬৫২ জন। উপজেলায় মোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৬২টি।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দিন দিন গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। মাদকাসক্তি ও বাল্যবিবাহের মতো ঘটনা শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা। এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে আগামী প্রজন্ম শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সচেতন হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের মতে, চলতি বছর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু হওয়ায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে আগামী বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

আয়েশা খাতুন নামের এক অভিভাবক বলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির অন্যতম কারণ স্কুল ফিডিং কার্যক্রম। এ উদ্যোগ আরও আগে নেওয়া হলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়ত। কার্যক্রমটি চালু থাকলে ২০২৭ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়বে বলে আশা করছি। এ ছাড়া আগের তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মানও বেড়েছে।

রফিকুল ইসলাম নামের এক অভিভাবক বলেন, প্রতিটি বাবা-মায়ের উচিত নিজের সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখা। প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক অভিভাবক সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে অপেক্ষা করেন। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে ওঠার পর অনেকেই সন্তানের পড়ালেখার বিষয়ে তেমন খোঁজখবর রাখেন না। এতে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে পড়ালেখা থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ আশপাশের দোকানে গিয়ে বিড়ি-সিগারেট সেবন করে। একপর্যায়ে তারা মাদকাসক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে।

আশরাফুল আলম নামের এক অভিভাবক বলেন, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে শিক্ষক ও অভিভাবক—উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকদের নজর রাখতে হবে। বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে সে কোথায় যাচ্ছে এবং কী করছে, সেদিকেও

খেয়াল রাখা জরুরি। নজরদারির অভাবে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে শ্রেণিকক্ষ থেকে দূরে সরে যেতে পারে এবং খারাপ সঙ্গের কারণে মাদকাসক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

মো. বাবর আলী বলেন, মাঝেমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করা উচিত। বিদ্যালয়ে বিড়ি-সিগারেট আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। কোনো শিক্ষক এ ধরনের কাজে জড়িত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের ধূমপানের বিষয়টিও নজরদারির আওতায় আনতে হবে। শিক্ষক সচেতন না হলে শিক্ষার্থীরা ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। সন্তান কার সঙ্গে মিশছে, কী করছে এবং কোথায় যাচ্ছে—এসব বিষয়ে অভিভাবকদেরও খোঁজ রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শিক্ষার্থীর প্রতি দায়িত্ব শিক্ষকের, আর সন্তানের সার্বিক খোঁজখবর রাখা অভিভাবকের দায়িত্ব।

আরিফুল ইসলাম নামের এক সচেতন ব্যক্তি বলেন, বিদ্যালয়ের আশপাশের দোকানগুলোতে স্কুল চলাকালে কোনো শিক্ষার্থী বিড়ি-সিগারেট কিনছে কি না, তা নজরদারি করতে হবে। এ সময় কোনো শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান করছে কি না, সেদিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। শিক্ষকদেরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশের দোকানে বসে ধূমপান করা থেকে বিরত থাকা উচিত। অনেক সময় শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের পাশের দোকানে বসে ধূমপান করতে দেখা যায়। দায়িত্ববোধ থেকে তাঁদের এ ধরনের আচরণ পরিহার করা উচিত।

মতিয়ার রহমান নামের এক শিক্ষক বলেন, তিন বছর আগেও তাঁদের বিদ্যালয়ে ৫০০ থেকে ৫৫০ জন শিক্ষার্থী ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। ২০২৬ সালে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থী কমে দাঁড়িয়েছে ৩০০ থেকে ৩৫০ জনে। এভাবে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থী কমছে। তাঁর মতে, মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহ ও মোবাইল ফোনে অতিরিক্ত আসক্তি শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। খারাপ বন্ধুদের সঙ্গে মিশে অনেক শিক্ষার্থী পড়ালেখা ছেড়ে দিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের আবারও বিদ্যালয়মুখী করতে এসব সমস্যা চিহ্নিত করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ বলেন, বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের আন্তরিকতা, শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং পাঠদান পদ্ধতির উন্নতির কারণে শিক্ষার্থীর

সংখ্যা বাড়ছে। এ ছাড়া স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের কারণেও শিক্ষার্থী বেড়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে প্রতিবছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, গত বছরের তুলনায় মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। শিক্ষার্থীদের আবারও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানমুখী করতে কাজ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিভাবক সমাবেশ ও মা সমাবেশ আয়োজনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠান এ নির্দেশনা অমান্য করলে সে বিষয়ে তথ্য পাওয়ার পর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহ ও মোবাইল ফোনে অতিরিক্ত আসক্তি শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। এসব সমস্যা কমানো গেলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আবারও বাড়তে পারে। এ বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কোনো শিক্ষার্থী ভুল পথে এগিয়ে যাক, তা তাঁরা কখনোই চান না।

হাটবোয়ালিয়া ও বামুন্দী বাজারে আরডিআরএসের দুই শাখার উদ্বোধন

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া ও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী বাজারে দুটি নতুন শাখা চালু করেছে বেসরকারি সংস্থা আরডিআরএস।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে হাটবোয়ালিয়া নতুন বাজারের মিলপাড়ায় আরডিআরএসের ৩১৯তম শাখার উদ্বোধন করা হয়। সকাল ১১টার দিকে ফিতা কেটে শাখাটির উদ্বোধন করেন সংস্থাটির খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক রেজাউল করিম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রফিকুল আলম বকুল, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক খোরশেদ আলম ও মাসুদুর রহমান এবং উন্নতি কর্মসূচির এলাকা ব্যবস্থাপক সাইফুল ইসলাম। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উদয়ন কর্মসূচির এলাকা ব্যবস্থাপক ফিরোজ্জামান, সিনিয়র হিসাবরক্ষক আল মামুন, এমআইএস কর্মকর্তা দিদার আলী, স্বপন সরকার, হাটবোয়ালিয়া শাখার ব্যবস্থাপক, বাজার কমিটির সভাপতি শামসুজ্জোহা টুকু, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ঋণগ্রহীতা সদস্যরা।

অন্যদিকে, গতকাল দুপুরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী বাজারে আরডিআরএসের ৩২০তম শাখার উদ্বোধন করা হয়। শাখাটির উদ্বোধন করেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক রেজাউল করিম। এ সময় বামুন্দী বাজারের ব্যবসায়ীরা ও শাখা ব্যবস্থাপক শামীম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রেজাউল করিম বলেন, “আরডিআরএস একটি জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থা। আমাদের প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সুবিধা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে এলাকার সুবিধাবঞ্চিত ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষের পাশে থাকতে চাই। এ জন্য আপনাদের আন্তরিক সমর্থন কামনা করছি।”

অনুষ্ঠানে পাঁচজন নারীকে এক লাখ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিমাণের ঋণ দেওয়া হয়। ঋণের অর্থ সঠিকভাবে বিনিয়োগ করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠান শেষে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

গাংনীতে তিন মাসে কৃষকের ৬ সোলার প্লেট চুরি

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষক মো. কামাল উদ্দিনের সোলার প্যানেলের তিনটি প্লেট চুরির ঘটনা ঘটেছে। এর আগে তিন মাস আগেও তাঁর সোলার প্যানেলের আরও তিনটি প্লেট চুরি হয়।

সব মিলিয়ে তিন মাসে ছয়টি প্লেট চুরি হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন তিনি। অন্যদিকে, সেচ দিতে না পারায় ফসলের ক্ষতি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন স্থানীয় কৃষকেরা।

গত মঙ্গলবার রাতের কোনো একসময় উপজেলার ভবানীপুর মাঠে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় কৃষকেরা জানান, বর্তমানে ধানের ভরা মৌসুম চলছে। ধানের শিষ বের হয়েছে, এ সময় জমিতে নিয়মিত সেচ দেওয়া জরুরি। কিন্তু সোলার প্যানেলের প্লেট চুরি হওয়ায় সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এতে শুধু সোলার প্যানেলের মালিকই নন, সেচের ওপর নির্ভরশীল অন্য কৃষকেরাও ক্ষতির আশঙ্কায় রয়েছেন। চুরির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

সোলার প্যানেলের মালিক কৃষক মো. কামাল উদ্দিন বলেন, “সকালে মাঠে এসে দেখি, আমার সোলার প্যানেলের তিনটি প্লেট চুরি হয়ে গেছে। তিন মাস আগেও এখান থেকে তিনটি প্লেট চুরি হয়েছিল। বারবার এভাবে প্লেট চুরি হলে আমি আবাদ করব কীভাবে, আর কৃষকদের জমিতে সেচই বা দেব কীভাবে? এখন মাঠে ধানসহ বিভিন্ন ফসল রয়েছে। সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ফলন কমে যাবে।”

তিনি আরও বলেন, “একেকটি সোলার প্যানেলের প্লেটের দাম ২০ হাজার টাকা। তিন মাসের মধ্যে আমার ছয়টি প্লেট চুরি হয়েছে। এতে এক লাখ ২০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। অন্যান্য খরচ তো আছেই। অনেক কষ্টে ধারদেনা করে সোলার প্যানেল বসিয়েছি। কৃষি অফিস থেকে সহযোগিতা পেলে উপকার হতো। পাশাপাশি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, চুরির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।”

ধানচাষি মো. পাতুয়ালী বলেন, “আজ সকালে আমার ধানের জমিতে সেচ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এসে দেখি, সোলার প্যানেলের প্লেট চুরি হয়ে গেছে। এখন সেচ দেওয়া বন্ধ রয়েছে। দ্রুত প্লেটের ব্যবস্থা না হলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ধানসহ অন্যান্য ফসলের ফলন কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, তাঁরা বিষয়টি জেনেছেন এবং খোঁজখবর নিচ্ছেন। চুরির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, এ বিষয়ে লিখিত আবেদন পেলে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। তাঁরা সব সময় কৃষকদের পাশে আছেন এবং সহযোগিতা করার চেষ্টা করেন।

গাংনীতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলামের দাফন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার দেবীপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নজরুল ইসলাম (৮০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বুধবার সকাল ১১টার দিকে নিজ বাড়িতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি মেহেরপুর পৌরসভার মণ্ডলপাড়ার মৃত মো. আব্দুল জলিল বিশ্বাসের ছেলে। প্রায় ৫০ বছর ধরে তিনি গাংনী উপজেলার দেবীপুর গ্রামে বসবাস করছিলেন।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। বুধবার বিকেল ৫টার দিকে দেবীপুর বাজার ঈদগাহ মাঠে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান শেষে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে দেবীপুর ভিটাপাড়া কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

এর আগে দেবীপুর বাজার ঈদগাহ প্রাঙ্গণে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মাসুদুর রহমান বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলামের মরদেহ জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত করেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। পরে বীর মুক্তিযোদ্ধারাও পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে পুলিশের একটি চৌকস দল তাঁকে রাষ্ট্রীয়

মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করে। এ সময় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্তাজ আলীসহ স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজে পাঠদান ব্যাহত

জনবল ও অনার্স ভবন সংকটে ব্যাহত হচ্ছে মেহেরপুরের গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের পাঠদান। দীর্ঘদিন ধরেই এ সমস্যায় ভুগছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

তবে শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ সংকট দ্রুত দূর করা গেলে সমস্যা কাটিয়ে শিক্ষার মান ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে জানান কলেজ কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া কলেজের সমস্যার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে বলেও জানান গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

সরকারি ডিগ্রি কলেজ অফিস সূত্র জানায়, কলেজে মোট শিক্ষক ও কর্মচারী থাকার কথা ৭০ জন। সেখানে শিক্ষক আছেন ৪৭ জন এবং কর্মচারী রয়েছেন ১৬ জন। কলেজের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ শূন্য রয়েছে। এ কলেজে ইসলাম শিক্ষা, আরবি, ইংরেজি, রসায়ন, পরিসংখ্যান, মার্কেটিং ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে একটি করে পদ শূন্য রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ পাঠদান নিশ্চিত করতে এসব পদে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন।

স্থানীয়রা জানান, শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা ও ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রমাণ করার জন্য ইংরেজি শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সুনামের সঙ্গে শিক্ষার

মান ধরে রেখেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, গুরুত্বপূর্ণ সাতটি পদ শূন্য রয়েছে। এর পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষ সংকটও রয়েছে। গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের শূন্য পদগুলো পূরণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানান তাঁরা।

স্থানীয় মো. জিল্লুর রহমান বলেন, মেহেরপুর জেলা তিনটি উপজেলা নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হলো গাংনী। আর গাংনীর মূল কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ। প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই সুনামের সঙ্গে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে জনবল ও শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে পাঠদান অনেকটাই বিঘ্নিত হচ্ছে। তা ছাড়া, যতটুকু জেনেছি, কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষকপদ শূন্য রয়েছে। এসব শূন্য পদ দ্রুত পূরণ করা হলে শিক্ষার মান ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

শিক্ষার্থী আশিক আলী বলেন, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজে উচ্চমাধ্যমিক থেকে শুরু করে ডিগ্রি ও অনার্স পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করে। তবে জনবল ও শ্রেণিকক্ষ সংকট দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন। ক্লাসে গাদাগাদি করে বসতে আমাদের খুব কষ্ট হয়। একটি প্রতিষ্ঠানকে মানসম্মত রাখতে হলে শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের সমস্যা দ্রুত সমাধান করা দরকার। তা ছাড়া, যেসব বিষয়ে শিক্ষক সংকট রয়েছে, সেগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশা করছি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নজরে নিয়ে একটি সুষ্ঠু সমাধান করবে।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোহা. মনিরুল ইসলাম বলেন, আমাদের অনেক শিক্ষক অবসরে গেছেন। তাই এখানে কিছু শিক্ষক সংকট রয়েছে। এ ছাড়া, অনার্সের ৮০০ থেকে ৯০০ শিক্ষার্থীর জন্য একটি অনার্স ভবন দরকার। আরেকটি একাডেমিক ভবনও প্রয়োজন। বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের দাবি, শিক্ষক নিয়োগসহ নতুন দুটি ভবনের ব্যবস্থা করে এ সমস্যার সমাধান করা হবে বলে আশা করছি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমান বলেন, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজে পাঠদানের যে সমস্যা হচ্ছে, তা দ্রুত সমাধানের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে।